কিষণচাঁদ বর্মণকে লেখা পত্র

(১)

বারাকপুর

কল্যাণভাজনেষু,

কিষণচাঁদ, একটা কথা বুঝতে পারলাম না। তোমার "২৩.২.৪৬" তারিখের পত্র আমার হাতে ১৪ই মার্চ তারিখে এল কি করে? এসময়ের মধ্যে যে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে চিঠি আসতে পারতো, বর্ধমান আর কতটুকু রাস্তা!

যাকগে। তুমি বাংলা ভাষার সেবা করো এবং তাতে সাফল্য অর্জন করো। কিন্তু স্পষ্টভাবে ভাষাজননীর সেবা করা যায় না, যদি দেশভ্রমণ না করা যায়—বিদ্যা অর্জন দ্বারা দৃষ্টির প্রসারতা লাভ না করা যায়। আশা করি তোমার মন দূরপ্রসারী হবে। তুমি মাতৃভাষার সার্থক সেবক হয়ে উঠবে। তোমার লেখা চিঠিখানার মধ্যে সম্ভাব্যতার বীজ রয়েচে। আমাদের চোখ এড়ানো বড় শক্ত।

তুমি অনায়াসে আমার সঙ্গে ভাব করতে পারো কিষণাচাঁদ, আমি বেত্রধারী গুরুমশাই নই। কলেজে পড়োনা স্কুলে? চিঠি লিখো। তবে আমার কাছে তাড়াতাড়ি পত্রের উত্তর না পেলে দুঃখিত হয়ো না—নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। অনেক চিঠিপত্র প্রতিদিন লিখতে হয়। মনে সর্বদাই রাখবো। স্নেহাশীবাদ নিয়ো।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

Gopalnagar

P.O.

3.7.46

স্নেহাস্পদেষু,

কিষণচাঁদ, অনেকদিন খবর নেই কেন? শরীর ভালো আছে তো বাবা? মাঝে মাঝে পত্রে শুধু খোঁজখবরটা নিয়ো। স্নেহ জিনিসটা বড় খারাপ। আমরা পুরী গিয়েছিলুম। তোমার কাকিমাকে নিয়ে ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, কোনারক সব ঘুরে এসেছি। শীঘ্র একবার উদয়পুর যাবো (রাজপুতানা)। তুমি পত্র দিয়ো তাড়াতাড়ি।

স্নেহ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বারাকপুর

১৭.৫.৪৬

স্নেহভাজনেষু,

কিষণ, অনেকদিন তোমার পত্র পেয়েছি কিন্তু দু-মাস ধরে ক্রমাগত বেড়িয়ে বেড়াচ্চি সভাসমিতি করে। সম্প্রতি এলুম কুচবিহার থেকে। তোমার কথা প্রায়ই মনে হয়, কিষণচাঁদের চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি। চিঠি না দেওয়া আর ভুলে যাওয়া এক কথা নয়। তুমি সব সময়ে আমার মনে আছে। বই খুব পড়ো আর ভগবানের প্রতি দৃষ্টি রাখো। ভগবানের প্রতি ভালোবাসাই মানুষকে উন্নত করে। আনন্দ দেয়। এ আনন্দ সাধারণ আনন্দ না।

আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে—ঊর্ধ্বলোকের আনন্দ অতি মানসলোকের আনন্দ—যা কিনা অমৃতকে আনয়ন করে পৃথিবীতে। আশীর্বাদ করি ভগবৎপ্রেমরূপ আনন্দের অধিকারী হও। আর্টের মধ্যে দিয়ে—সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সে আনন্দকে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, তাঁর ভাগবতী গীতিগুলির মধ্যে এর প্রমাণ নিহিত আছে।

তোমার বাবাকে আমার নমস্কার দিয়ো। আমি পুরী যাবো ৮/১০ দিনের মধ্যে। চিঠির উত্তর দিতে ভুলো না। আশীর্বাদ নিয়ো।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্নি মায়া মুখোপাধ্যায়। মাস তিনেকের জন্য ঘাটশিলায় বেড়াতে যান। ১৯৪৭ সালে। সেই সময়েই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন বিভূতিভূষণের। ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন বিভূতিভূষণের বন্ধু। সেই সুবাদে মায়াকে 'ভাগনী" বলে ডাকতেন বিভূতিভূষণ, স্নেহ করতেন নিজের ভাগ্নির মতোই। পরে তাকে কয়েকটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিগুলি এতদিন সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন বৃদ্ধা ও অশক্ত মায়াদেবী। ওঁর সন্ধান আমার পাই বিভূতিভূষণের ভ্রাতৃবধূ যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। উনি নিজে উদ্যোগী হয়ে চিঠিগুলি সংগ্রহ করে দেন। এইজন্য ওঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। ঋণী মায়াদেবীর কাছেও।]